সাম্প্রতিক সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অবদান

অর্পিতা দে,সংস্কৃত বিভাগ, বেথুন কলেজ, কলকাতা- ০৬

সারবস্তু:সংস্কৃত সাহিত্যে 'আধুনিকতা'শব্দটি অনেকের কাছেই শোনায় 'সোনার পাথর বাটির মত' অর্থাৎ অস্তিত্বহীন অসম্ভব কোনো বিষয়।কিন্তু প্রথাগত সকল আবরণ ছেড়ে সংস্কৃত ভাষাকে একেবারে আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলার দুঃসাহস, যে, সকল লেখকগণ দেখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অন্যতম।প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে সর্বদা চললে কখনো কখনো অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।ধ্রুপদীসংস্কৃতসাহিত্যও তেমনি পুরাণ, কল্পকাহিনী, রাজতন্ত্র, রাজপরিবারের কাহিনীকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলি ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর আধুনিকবিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এই শতকে সংস্কৃতসাহিত্যের প্রতি মানুষের আগ্রহের ভাটা দেখা গেছিল । অতএব সেই শুষ্কপ্রায় সংস্কৃতসাহিত্যের নদীখাতে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতো আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ যেন তাদের রচিত নাটকসমূহের মাধ্যমে দুকূল প্লাবিত করেছিলেন। উনবিংশ-বিংশ শতাব্দী আর্থসামাজিক -রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করেই নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তার সাহিত্যের ইমারত রচনা করেছিলেন। আধুনিক সংস্কৃতজগতে এক নতুন ঘরানার প্রবর্তক নব্য নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর। প্রতিটি নাটকের মধ্যে দিয়ে বারবার তিনি গর্জে উঠেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সাধারণ মানুষের হয়ে তিনি মানবাধিকারের জন্য লড়াই করেছেন ।প্রতিটি নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি শুধু সত্যের সন্ধান করেননি , নির্মমসত্যকে তদুপরি বাস্তবকে তুলে ধরেছেন পাঠক ও দর্শকদের সামনে।সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় শ্লেষবিদ্রুপের সন্ধান করেছেন সোজাসুজিতীক্ষ্ণভাবে এবং নগ্নভাবে। স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানকে অবলম্বন করে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় চারটি নাটক সংস্কৃত ভাষায় রচনা করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের অনাচার দুর্নীতি তাকে কুঁড়ে-কুঁড়ে খেয়েছে। চারটি নাটকে ছত্রে-ছত্রে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। অতএব , সংস্কৃতসাহিত্যে সকল প্রাচীনতার আবরণ মুছে দিয়ে সকল প্রথাগত চিন্তার অবসান ঘটিয়ে বর্তমানযুগের অর্থ-সামাজিক -রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে নিয়ে নতুন রূপে সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের কাছে নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন। তাই আমি সংস্কৃতসাহিত্যে আধুনিকপ্রবণতার নিদর্শন হিসেবে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের অবদানকেই এই পত্রিকাতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

মূলার্থ: আধুনিকসংস্কৃতসাহিত্য, আধুনিকবিষয় , আধুনিকসংলাপ , অভিনবত্বের প্রবণতা ।

সংস্কৃত সাহিত্যে আধুনিকতা নেই , বা আধুনিক যুগে সংস্কৃত ভাষার তেমন কোন রচনা নেই এ কথা বলা ঠিক নয়।সাধারণ মানুষের কাছে তো বটেই, পন্ডিত বিদগ্ধজনেরও কাছে সংস্কৃত সাহিত্য মানেই বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ,রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদি ইত্যাদি আর এই ভাষাতেই সাহিত্যিকগণ হলেন অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস, ভারবি, শূদ্রক, বিশাখদত্ত প্রমুখ। ধ্রুপদীসংস্কৃতসাহিত্যের প্রকৃতিবর্ণনা, ধর্মীয়চেতনা, রাজতন্ত্রের চিত্র, রাজপরিবারের উপাখ্যান, অলৌকিকত্ব, দৈবীসত্তার আবির্ভাব ইত্যাদি সকল চেনা বিষয়সমূহকে বর্জন করে সম্পূর্ণ আধুনিক যুগের আর্থসামাজিক রাজনৈতিকপ্রেক্ষাপটকে নিয়ে সংস্কৃতসাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে যেসকল লেখকগণ সংস্কৃতসাহিত্যকে নিয়ে সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের নাম অবিস্মরণীয়। তার চারটি নাটকের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আমরা সবিশেষ জানতে পারি। অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মতই বিংশশতাব্দীর সংস্কৃতসাহিত্যের অনেকাংশই হয়ে উঠেছে ‘কালের দর্পণ’। তাই নকশাল-আন্দোলন, উদ্বাস্তু সমস্যা, রাজনৈতিকনেতাদের দুর্নীতি, সমাজে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি নানা প্রকার অবক্ষয়ের চিত্র নাটক থেকে আমরা দেখতে পেয়েছি। এতদিন যে সংস্কৃতসাহিত্যকে আমরা স্বর্গীয়, ধর্মীয় বাতাবরণে দেখেছিলাম সেই সংস্কৃতভাষা যেন নতুনভাবে নতুনসাজে আমাদের সামনে প্রকাশিত হয়েছে।পুরনো প্রথাগতব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা নেই। যুগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবার সামর্থ্য যে ভাষার থাকে তারই অস্তিত্ব অক্ষয় হয়। ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে সংস্কৃত সাহিত্যে এক অন্ধকারময় যুগ নেমে এসেছিল। কারণ ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্যগুলির সঙ্গে বিষয়বস্তুগত দিকে কোনো সাদৃশ্য বর্তমানের ছিল না | তাই সংস্কৃতকে ‘মৃতভাষা’ তক্মা দেওয়া হয়েছিল । সেই দুঃসময়ে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত ভাষাকে বাঁচানোর জন্য, তাকে সম্পূর্ণভাবে আধুনিকতার মোড়কে আবৃত করে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে আমরা মনে করতে পারি।

বিষয়বস্তু আলোচনা:

১৯১৮সালে বর্তমান বাংলাদেশের যশোর নামক জেলার নহাটা গ্রামে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়।বাবা শরৎ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত , পেশায় পুরোহিত | মা প্রমদাসুন্দরীদেবী ।জীবনের শুরু থেকেই বালক সিদ্ধেশ্বর ব্রিটিশ শাসকের রোষানলে পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার অপরাধে, দেশকে ভালোবাসার অপরাধে এই স্কুলপড়ুয়া একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়। তাই সারস্বত জীবনের শুভারম্ভ ও তার অনেক বিলম্বে ঘটে । শিক্ষাজীবনের শেষে তিনি ১৯৬৩ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতবিভাগে

যোগদান করেন । ১৯৮৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৮৭ সালে Government Sanskrit college এ PG training and research wing এ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রূপে যোগদান করেন । এরপর তিনি কলকাতাৰিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের গবেষণাকার্য সমাপন করেন | এই সময়কালে তিনি , চারটি নাটক সংস্কৃতভাষায় রচনা করেছিলেন। সংস্কৃতনাট্য সাহিত্যে সিদ্ধেশ্বর ছিলেন এক নতুন ঘরানার প্রবর্তক।বলাবাহুল্য সংস্কৃতনাট্যজগতের এক বিরল এবং ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব সিদ্ধেশ্বর। তিনি যেশুধু নাট্যকার ছিলেন তাই নয় ,তিনি নট , নাট্যনির্দেশক এবং নাট্যতত্ত্ববিদ ছিলেন । তাঁর রচিত চারটি নাটক -

১. "ধরিত্রী -পতি- নির্বাচনম্ " অভিনীত ১৯৬৯ , প্রকাশিত ১৯৭১ (কলকাতা)

২. "অথকিম নাটকম্" অভিনীত ১৯৭২ , প্রকাশিত ১৯৭৪ (কলকাতা)

৩. **"**ননা –বিতাড়ননম্", প্রকাশিত ১৯৭৪ (সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা)

৪ "স্বর্গীয় হসনম্", প্রকাশিত ১৯৭৭

সিদ্ধেশ্বরের প্রতিটি নাটকেই point blank satire কখনও social অথবা political অথবা কখনও socio - political issue র প্রতি তীব্র কশাঘাত হেনেছেন। কখনও শিক্ষাজগতের ত্রুটি – বিচ্যুতির ছবি। কখনও হয়ত জাতীয়স্তরে অথবা আন্তজার্তিকস্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কথা বলেছে। চারটি নাটকের মধ্যে দিয়েই তিনি জীবনে যা দেখেছেন , তাই দেখিয়েছেন। নাট্যকার বলেছেন-

"হাস্যচ্ছলেন কুত্রাপি প্রশ্ন এবোপস্থাপ্যতে, ন দীয়তে উত্তরম্,
ন জ্ঞায়তে বা কিমুত্তরম্ অস্য, সর্বৈরেব বা জ্ঞায়তে তৎ" ।।[১]

ধরিত্রী -পতি- নির্বাচনম্ (কলিকাতা ১৯৭১)

আন্তর্জাতিক স্তরে রাজনৈতিক সমস্যাকে আশ্রয় করে রচিত সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রচিত এই অসাধারন নাটকটি অনবদ্য একটি ব্যঙ্গনাটিকা। নাটকটিতে ৯টি পুরুষচরিত্র আর ১টি নারীচরিত্র , তিনি নায়িকা ধরিত্রী। নাটকের প্রেক্ষাপট একটি রেষ্টুরেন্ট বা পান্থশালা যার মালিক ভগবান স্বয়ং। তার সহকারী বিশ্বকর্মা। ভগবানের বিবাহযোগ্য কন্যা ধরিত্রী। ধরিত্রী রূপবতী,তাই তার চারপাশে পাত্রের ভিড়। তারা কেউ ধরিত্রীকে ভালবাসে না- সবাই তার দখল নিতে চায়। কেউ টাকার জোরে, কেউ ক্ষমতার জোরে , কেউ টাকা ও ক্ষমতা দুয়ের জোরে) আর যার নিজের ক্ষমতা নেই সেও হম্বিতম্বি করে মামার বা দাদার ক্ষমতার জোরে। তাহলে ধরিত্রীকে পায় কে ? কেউ না। ধরিত্রীর কাউকেই মনে ধরেনা। হাতাহাতি , মারামারি , চুলোচুলি করে সবাই

আহত , শ্রান্ত , বিধ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। তাহলে এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার কোন্ সত্যের সন্ধান করলেন ? সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই সত্যসন্ধানের একটা ধারাবাহিকতা আছে। প্রত্যক্ষভাবে কারও, পরোক্ষভাবে কেউ উত্তর দিয়েছেন, কেউ উত্তর খুঁজেছেন, – কেউ শেষ করেছেন দর্শকের মনে এক বা একাধিক প্রশ্ন জাগিয়ে। যাইহোক, এখানে নাট্যকার বলছেন "সভায় অনুষ্ঠান হয়। একবার নয় , দুবার নয়, বারবার। প্রতিবারই পরিণতি এক। সুষ্ঠু পরিসমাপ্তি কখনই হয়না " । নাট্যকার নিবেদন করেন-

"রচনাকালাৎ পরম্ অতীতানি কতি বর্ষাণি, কিঞ্চিৎ পরিবর্তনং জাতং নাটিকা-বর্ণিতস্য দৃশ্যস্যৈব। অক্ষস্তু নাধুনাপি পরিসমাপ্তঃ । ধরিত্রী-পতি-নির্বাচন-সভায়া আয়োজনং প্রচলতিতরাং, সভা তু নানুষ্ঠিতাদ্যাপি"।[২]

নাটকের মধ্যে দিয়ে দর্শক – শ্রোতার মনে , পাঠকের মনে কিছু প্রশ্নের উত্থাপন। শুধু হাসির জন্য নয়। নাটক শুধু aesthetic pleasure- এর জন্য নয় , এর একটা educative value- ও থাকবে। Amusive value এবং Educative value দুয়েরই সহাবস্থান হবে। দর্শক অভিনয় দেখার সময় আনন্দও পাবে এবং সমাজ সম্পর্কে তারা চিন্তাও করবে। শক্তিশালীদেশগুলো মারণাস্ত্র তৈরী করছে - অ্যাটমবম্ব , হাইড্রোজেনবম্ব , ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি।তাছাড়া আণবিকh¡মার পরীক্ষানিরীক্ষায় Radioactive pollution হচ্ছে।তাও সুত্রধার বলে দিচ্ছেন। নাট্যকারের বক্তব্য পরিষ্কার।UNO- র প্রতিষ্ঠা ১৯৪৫ এ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য , বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতিও মৈত্রী বাড়াবার জন্য।কিন্তু কার্যত দেখা যায় UNO- র কথা কেউ মানছে না।চরিত্রের নামগুলো খুব তাৎপর্যবাহী| UNO প্রধান ভগবান।স্থায়ীসদস্য হয়ঙ্গল, ধুরন্ধর, লঘুবঞ্চক প্রভৃতি USA , USSR , France . UK প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি।UNO যদিও নিরপেক্ষ থাকার কথা কিন্তু শক্তিশালী দেশেরা তাদের মতামতকে চাপিয়ে দিচ্ছে।ভারত , পাকিস্তানের সেখানে কোনো ভূমিকাই নেই।ধরিত্রী , ভগবানের মেয়ে অর্থাৎ পৃথিবী।তাকে গ্রাস করার জন্য সবাই উন্মুখ।নাটকটি পড়লে কোন চরিত্র, কোন দেশকে, উপস্থাপন করছে সহজেই বোধগম্য হয়। এইভাবে রাজনীতির অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান করে সত্যকে নাট্যকার উন্মোচন করেছেন। এরা ওপর ওপর শত্রুতা দেখালেও আসলে এরা সকলেই বন্ধু। দেশের ওই কঠিন রাজনৈতিক সভায় দাঁড়িয়েও এমন স্বগতোক্তি করতে নাট্যকার কুন্ঠিত হননি।-

কথমেবং নাম? পরস্পর-বদ্ধবৈরৌ এতৌ।[৩]

গরীবের উপর বড় মানুষের অত্যাচার।অপরাধী যদি কোনো প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার আত্মীয় হয় তাহলে তার সকল অপরাধকে মার্জনা করে নেওয়া হয়। এমনি চরমতম বাস্তব চিত্র নাটকটিতে নাট্যকার লিপিবদ্ধ করেছেন-

স্বামিন্। মা অস্মৈ কুপ্যতু। অয়ং মুখ্যমন্ত্রিণঃ শ্যালস্য ভাগিনেয়স্য ভ্রাতৃব্যো বর্ততে ” ।[৪]

আধুনিক যুগের মানুষের সামাজিকতা, মানবিকতা, নৈতিকতা সকল কিছুর মূলেই নাট্যকার তীব্রকষাঘাত করেছেন।

“অথকিম নাটকম্” (কলিকাতা১৯৭৪)

যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় যে ৪টি নাটক লিখেছেন তার প্রত্যেকটিতেই সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করেছে। এরপর আমরা অথকিম নাটকটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাইছি।নাটকের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা পরবর্তীসময়ে সামাজিক অবক্ষয়ের চিত্র দেখতে পাই। স্বাধীনতার পরে সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম অগ্নিমূল্য হয়েছিল। যা একজন সাধারন কেরানির ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিল নাট্যকার করুনচিত্রটিকে অঙ্কন করেছেন।-

সর্বং জাতমগ্নিমূল্যম্। আগচ্ছতু প্রলয়ঃ,প্রচণ্ডো বিপ্লবঃ।[৫]

অভিজাত ও সম্পন্নঘরের চিত্র তৎকালীনসমাজে যেমন প্রকট তেমনি হতদরিদ্র পাঁচকন্যাসন্তানের পিতারূপে একজন কেরানির জীবনযাত্রার ছবিও প্রকাশিত হয়েছে নিদারুণভাবে। সামাজিক এই বৈষম্য আজকের দিনের মতো স্বাধীনতারপরেও ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছিল । যা সত্যি, অপ্রীতিকর নিন্দাজনক এবং ধিক্কারজনক। এই ধিক্কার সকল সামাজিকব্যবস্থাকে, রাজনৈতিকনেতাকে, রাজ্যশাসনপদ্ধতিকে, সকলকে। নাট্যকার জানিয়েছেন তাঁর এই নাটকের মাধ্যমে। শুধু সামাজিকক্ষেত্রে অবক্ষয় নয়, ভোটকেন্দ্রিক রাজনৈতিকজীবনে রাজনৈতিকনেতাদের দুর্নীতি চরিত্র দেখতে দেখতে সাধারণ মানুষের মধ্যে হতাশাও ব্যর্থতা ধরা পড়েছে। গণতন্ত্রপ্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে । নাটকে একস্থানে বলা হয়েছে “এবারে আমি সবার নামের পাশে ছাপ দিয়ে আসব আমার ভোটটা নষ্ট করে দেব"।-

নির্বাচনম্ ? ভোটরঙ্গম্? বারং বারং নির্বাচনপত্রে একস্যৈব নাম্নঃ পার্শ্বে চিহ্নম্ অঙ্কিতম্ ময়া তু অস্মিন্ সর্বেষামেব নাম্নাং পার্শ্বে চিহ্নান্যঙ্কয়িষ্যামি।[৬]

অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে ভোটনামক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতি রাজ্যশাসনব্যবস্থাতে মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে| তৎকালীন তথা সর্বকালীন রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই অথকিম, নাটকটি রচনা করেছিলেন। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক নির্বাচনব্যবস্থার প্রতি তিনি তীব্র এবং সোজাসুজি ভাবে কটাক্ষ করেছেন। সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির কলুষতার প্রতি তিনি তীব্রভাবে ধিক্কার জানিয়েছেন।-

এবং বিধায়া নির্বাচনব্যবস্থায়া উচ্ছেদো বিধেয়ঃ। নিরর্থকমতো নির্বাচনম্।[৭]

ভোটের আগেই রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতি, নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা সাধারণ মানুষের অনীহা সমস্ত রাজনৈতিকদলের প্রতি মানুষের নির্ভরতার অভাব, ভোটকালীন Rigging ক্ষমতাসীন দলের, তাছাড়া খুনখারাপি ইত্যাদি সবকিছু তুলে ধরেছেন। এসবকিছুই আজকের যুগে অপরিচিত কোনো ঘটনা নয়। নেতাদের বক্তৃতার উত্তরে সাধারণ মানুষ তাদের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন।-

নাস্ত্যদ্যত্বে ভাষণেন প্রয়োজনম্। প্রয়োজনমদ্যত্বে, প্রয়োজনমধুনৈব তন্ডুলেন। গৃহে বর্তন্তে ব্যাত্তমুখানি গহ্বরাণি।[৮]

প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে সর্বদা চললে কখনো কখনো অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। ধ্রুপদী সংস্কৃতসাহিত্য ও তেমনি পুরাণ, কল্পকাহিনী, রাজতন্ত্র, রাজপরিবারের কাহিনী কেন্দ্রিক সাহিত্যগুলি ঊনবিংশ -বিংশ শতাব্দীর আধুনিক বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন, বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি মানুষের ভাটা দেখা গেছিল এই শতকে। অতএব সেই শুষ্কপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের নদীখাতে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মতো আধুনিক যুগের নাট্যকারগণ যেন তাদের রচিত নাটক সমূহের মাধ্যমে দুকূল প্লাবিত করেছে। উনবিংশ বিংশ শতাব্দী আর্থসামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করেই নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তার সাহিত্যের ইমারত রচনা করেছিলেন।

“স্বর্গীয় হসনম্” (কলিকাতা১৯৭৭)

নাটকটির মধ্য দিয়ে মন্ত্রী , সাংসদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি , লোভ, চক্রান্ত সবই তুলে ধরা হয়েছে | দেখাতে চেয়েছে,এইধরণের দুর্নীতি ওপরতলার মানুষের মধ্যে যুগযুগ ধরে রয়েছে – এসর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বদেশের, সবধর্মের মানুষেরই একই চরিত্র। তাই প্রতিটি চরিত্রের নামকরণেও অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।বৃহস্পতি, ইন্দ্র অর্থাৎ স্বর্গেরদেবতা ; অশোক অর্থাৎ প্রাচীনযুগের সম্রাট আর আকবর , মধ্যযুগ বা মাগলযুগের সম্রাট । কিভাবে সকলে চক্রান্ত করছে। ক্ষমতার লোভ , দুর্নীতির একটি নয় , বাস্তবচিত্র। কুচক্রী বৃহস্পতির মুখ দিয়ে বললেন-

“স্বার্থরক্ষায়েস্বার্থসিদ্ধয়েবাসংঘঃ,সংঘস্বার্থায় চ দেশঃ দেশায় তাবৎ কিং তন্নাহং জানে।[৯]

অর্থাৎ “ আপনস্বার্থসিদ্ধির জন্য দল , দলের স্বার্থসিদ্ধির জন্যদেশ। দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি তা আমি জানিনা।” নেতারা মুখে বলেন প্রথমেদেশ, তারপর ‘ দল”, তারপর ‘ আমি ’। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বত্র আমি, আমি,আরআমি। সর্বত্র রাজনীতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে রাজনীতি, দল ভাঙার প্রচেষ্টা। অন্যদল থেকে

ভাঙিয়ে আনতে হবে। নিজেরদল ভারী করতে হবে, ভাটে জেতার জন্য। অর্থ, সুরা, নারী — যার যেটা প্রিয়, তাকে সেটা প্রলোভন দেখাতে হবে |নিজের দলে আনতে হবে।-

"নিষিদ্ধানি দ্রব্যাণ্যেব সমধিক প্রিয়াণি|"[১০]

নিষিদ্ধদ্রব্যতেই কারও কারও বেশী আসক্তি।সিদ্ধেশ্বর দেখিয়েছেন , কোনো political background ছাড়াই চিত্রাভিনেত্রী কিভাবে মন্ত্রী বা সাংসদ নির্বাচিত হচ্ছেন , মন্ত্রিসভায় কিভাবে অনাস্থাপ্রস্তাব আনা হচ্ছে , সবার লক্ষ্য কিন্তু একই অর্থাৎ আমার দল যেন এমন এক বিভাগের দায়িত্ব পায় , যেখানে প্রচুরঅর্থ লুঠে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বৃহস্পতি – নাধুনা বাক্চাতুর্যেণেব মুগ্ধা ভবন্তি যুবতয়ঃ।

ইন্দ্রঃ -তর্হিকিম্উৎকোচেন ?

বৃহস্পতি অ - হ - হ , নৈহদুষ্চার্যম্। অভদ্রোহয়ংশব্দঃ। উপহারেণ উপায়নেন।[১১]

সমস্যা যেমন তুলে ধরেছেন , সমাধানের পথের ইঙ্গিতও দিয়েছেন। বারবার বলতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষকে মর্যাদা দিতে হবে। শঠতাকে শঠটা দিয়েই দমন করতে হবে নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের মাঝে নেমে আসতে হবে। নাটকের শেষে তাই ইন্দ্রের দুপাশে ' ধুদ্ধ ' আর ' পুঙ্গ ' যথাক্রমে কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধি। সাম্যবাদের জয় ঘোষণা নাটকটিতে কোনো নান্দী নেই। আছে অনবদ্য একটি ' ভরতবাক্য। বৈতালিকের মুখে ভরতবাক্যে দেখি নাট্যকারের প্রার্থনা-

জয়তু জয়তু দেবরাজো জয়তু জনকল্যাণকারী-(যেন) ধ্বস্তো ভেদঃ স্বর্গ -নরকয়ো-র্লব্ধা সহায়তাধুন্ধ- পুংগয়োঃ , সজয়তু সংকটোত্তীর্ণো বজ্রপাশধারী।জয়তু জয়তু দেবরাজো জনকল্যাণকারী।[১২]

"ননা –বিতাড়ননম্" (কলিকাতা১৯৭৪)

ননা অর্থাৎ মা। মা ' – এর বিতাড়ন অর্থাৎ সংস্কৃতের বিতাড়ন । নাট্যকার দেখালেন দর্শক , নট বা সূত্রধরের মধ্যে কোনো conventional barrier নেই। নাটকের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সরসভঙ্গীতে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিদগণের উদ্দেশ্যে তীব্র এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ বাণবর্ষণ করেছে। তাদের পরিকল্পনা কি ? সংস্কৃতের পঠন – পাঠন যেভাবেই হোক বন্ধ করতে হবে। পাঠ্যবিষয় থেকে সংস্কৃত ' – কে সরিয়ে দেওয়াই উদ্দেশ্য , যেভাবে হোক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করতে হবে। মায়ের মৃত্যু অর্থাৎ প্রাচীন ভাষারুপী সংস্কৃত ভাষার মৃত্যু নাট্যকার কে তীব্র ভাবে আঘাত

করেছিল যা, তাকে এই নাটক রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সংস্কৃত ভাষা মানে ধর্মীয় ভাবনা, দৈবিক চিন্তা ধারা ইত্যাদি সকল যুক্তি দেখিয়ে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে আপাত আধুনিক যুগের আমাদের দেশেরহাল ফ্যাশনের মানুষেরা আমাদের নিজেদের ঐতিহ্য সমন্বিত সংস্কৃত ভাষাকে বর্জন করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই সকল মানুষের মুখে জবাব দেওয়ার জন্য সংস্কৃত ভাষাকে নতুনভাবে উপাদেয় করে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগকে আমি মনেপ্রাণে সাধুবাদ জানাই।

উপসংহার

যাই হোক, সমগ্রভাবে চারটি নাটককে পর্যালোচনা করলে আমরা সংস্কৃত ভাষার একটি নতুন ব্যতিক্রমী চিত্রের সাথে পরিচিত হই ।নাটকের সংলাপে যে সকল ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে নাট্যকার চরমতম আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস,ভাস,বিশাখদত্ত, শূদ্রক ইত্যাদি প্রাচীন ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের নাট্যকার গান তাদের চিরাচরিত নাটকে যে সকল সংলাপ ব্যবহার করেছিলেন তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের বর্তমানের কথ্যভাষাকে অবলম্বন করে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটক সংলাপ ব্যবহার করেছেন। চরিত্র, কাল, স্থান অনুযায়ী সেই সংলাপেভিন্নতা এনে বর্তমানের উপযোগী এক অনবদ্য সৃষ্টি আমাদের উপহার দিয়েছেন ।-

মৃদ্ গোলকেন মস্তকেতেচ্ছিদ্রমুৎপাদয়ামি।[১৩](গুলতি দিয়ে তোর মাথা ফুটো করে দেবো)

নৈতত্ পেঁয়াজীতি কৌশলমত্র চলিষ্যতি।[১৪](এইসব পেঁয়াজী এখানে চলবে না)

এইসব সংলাপ আমাদের ধ্রুপদী সংস্কৃতে দুর্লভ।প্রাচীনতার গণ্ডি ভেঙে সংস্কৃত ভাষাকে সমাজের সর্বস্তরে সকলের নিজের অন্তরের ভাষারূপে আত্মস্থ করার জন্যই এই প্রয়াস করেছিলেন নাট্যকার। শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে এই ভাষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে, বরং তাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে প্রাচীন সংস্কৃতি জাগরণের উদ্দেশ্যেই নাট্যকার এই সকল নাটকগুলি রচনা করেছিলেন।বৈদিক যুগ অথবা বৈদিকোত্তর যুগের পুরাণ, কল্পকাহিনী, রাজা, দেবতা, সাধু ঋষির অলৌকিক দৈব নির্ভরকাহিনী ছেড়ে ঊনবিংশ বিংশশতকেমানুষের আর্থসামাজিক রাজনৈতিক সমস্যা এবং প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে নাটক রচনা করে যেমন সংস্কৃত ভাষার সম্প্রসারণ করেছিলেন, তেমনি মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে তাদের একজন হয়ে উঠেছিলেন। দুশো বছর ইংরেজশাসনের অধীনে থেকে পাশ্চাত্য হাওয়া গায়ে লাগিয়ে কিছু দেশীয় ময়ূরপুচ্ছধারী মানুষ নিজেদের সংস্কৃতিকে ইচ্ছা করে বর্জন করে আধুনিকতার তকমা লাগিয়ে পাশ্চাত্য ভাষা-সংস্কৃতির দ্বারস্থ হয়েছিল। তখন আমাদের মাতৃরূপী সংস্কৃতভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন

হয়েছিল। আমাদের মাকে আমরা সবাই ভালবাসি। আর এই ভালোবাসার টানেই আমাদের প্রাচীনসংস্কৃতিকে এবং সংস্কৃতভাষাকে প্রতিযোগিতামূলকক্ষেত্র থেকে বাঁচানোর জন্য নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় এক নতুন রূপে সংস্কৃতভাষাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন।সহজ সরল কথ্য ভাষায় রচিত সংলাপগুলির মাধ্যমে উপস্থাপিত এর অনবদ্য সৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যৎকালে অনুরূপ নাট্যসৃজনে অনুপ্রাণিত করবে এই আশা করা অমূলক নয়।বানভট্ট,দন্ডীর রচনায় ব্যবহৃত কাঠিন্যযুক্ত সংস্কৃতভাষা বিংশ শতাব্দীতে নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রচনা হঠাৎ করেই যেন আপন প্রাণের ভাষা হয়ে উঠেছে।সাবলীল গতিতে সুন্দরভাবে বিষয়বস্তুকে তুলে ধরার অসাধারণ দক্ষতা আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর রচনায় উৎসাহিত হয়ে ভাবীকালে এমন অনেক নাট্যকার জন্মাবে যারা সংস্কৃত ভাষাকে সহজ কথ্য ভাষায় পরিণত করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেবে -এই আশা আমরা সকলেই করতে পারি।

অতএব সবশেষে বলা যায়,বর্তমান যুগে আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি ঐতিহ্যময় প্রাচীনকালের মাতারুপী সংস্কৃতভাষাকে বাঁচাতে যেসকল সাহিত্যিকগণ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাদের মধ্যে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অন্যতম বলে আমার মনে হয় ।আমরা যারা সংস্কৃতভাষার অনুরাগী এবং পাঠক-পাঠিকা তাদের উচিত তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকা। তাই আমি আমার এই পত্রিকাটি নব্যসংস্কৃতসাহিত্যের পথিকৃৎ নাট্যকার সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনার্থে উৎসর্গ করলাম।

<u>তথ্যসূত্র</u>

১. চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*অথকিম্ নাটকম্(নিবেদনম্)* , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬ ,পৃষ্ঠা- ৮

২.চট্টোপাধ্যায় ঋতা, (২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*ধরিত্রীর পতি নির্বাচনম্,*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ১০

৩.চট্টোপাধ্যায় ঋতা, (২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*ধরিত্রীর পতি নির্বাচনম্,*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬,পৃষ্ঠা- ১৭

৪.চট্টোপাধ্যায় ঋতা, (২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*ধরিত্রীর পতি নির্বাচনম্,*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬,পৃষ্ঠা- ১২

৫.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*অখকিম্ নাটকম্(নিবেদনম্)* ,সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ৪

৬.চট্টোপাধ্যায় ঋতা, (২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*অখকিম্ নাটকম্(নিবেদনম্),*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ৭

৭.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*অখকিম্ নাটকম্(নিবেদনম্)*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ১১

৮.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*অখকিম্ নাটকম্(নিবেদনম্)*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ১৯

৯.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*স্বর্গীয়হসনম্* , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬,পৃষ্ঠা- ৫

১০.চট্টোপাধ্যায় ঋতা, (২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*স্বর্গীয়হসনম্* , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ১৫

১১.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*স্বর্গীয়হসনম্* , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ৪

১২.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*স্বর্গীয়হসনম্* , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ৩০

১৩.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*ধরিত্রীর পতি নির্বাচনম্,(প্রেক্ষাপট),*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ৪২

১৪.চট্টোপাধ্যায় ঋতা ,(২০১৭) সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বুড়োদা),*ধরিত্রীর পতি নির্বাচনম্,(প্রেক্ষাপট),*সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা -০৬, পৃষ্ঠা- ৪২